R. N. No. 2532/57 Phone No. 66-228, STD 03483 Regd. No.—WB/MSD-4

CEMENT CEMENT
Boral Hardware
Raghunathganj
Bazarpara
Phone : 66854
Stockist :
A. C. C. * L. & T.
RAYMOND *AMBUJA
M. C. C. * BIRLA

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত *শরৎচন্দ্র পণ্ডিত* (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন : ৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৮৫শ বর্ষ
২৬শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ১লা অগ্রহায়ণ, বুধবার, ১৪০৫ সাল।
১৮ই নভেম্বর, ১৯৯৮ সাল।
নগদ মূল্য : ১ টাকা
বার্ষিক ৪০ টাকা

চড়া দ্রব্য মূল্যের বাজারে আবার খেজুরতলা ঘাটে চোরাচালান শুরু হচ্ছে

বিশেষ প্রতিবেদক : গত শুক্রবার ৬ নভেম্বর রঘুনাথগঞ্জ থানার খেজুরতলায় সমস্ত দু'নম্বরি ব্যবসাদারদের এক সভায় স্থির হয়েছে, আবার খেজুরতলা ঘাট দিয়ে বাংলাদেশের সাথে পাচার ব্যবসা শুরু হবে। তবে একটা গোষ্ঠীকে বাদ দিয়ে এই ব্যবসা চালু করার জন্য আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই স্থানীয় প্রশাসন ও কাষ্টমস্-এর সাথে পাকাপাকি ব্যবস্থা করা হবে বলে জানা গেছে। প্রকাশ থাকে যে বছর খানেক থেকে নিজেদের অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণে খেজুরতলা দিয়ে বাংলাদেশের সাথে পাচার ব্যবসা বন্ধ ছিল। এখন কি হবে? ব্যবসা চালু হলে যারা এই ব্যবসার সাথে জড়িত তারা কাজ পাবে। এলাকায় চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই কিছুটা বন্ধ হবে। তবে সাধারণ মানুষের কি হবে এটা ভেবেই সকলে অস্থির। এতদিন প্রকাশ্যে বন্ধ থাকলেও গোপনে যে ব্যবসা চলেছে তাতেই নাভিশ্বাস। এবারে প্রকাশ্যে শুরু হলে চাল, ডাল, লবণ, আলু, পেঁয়াজ, তেল, ডিজেল, পেট্রোল (৩য় পৃষ্ঠায়)

ধান কাটার মুখে গ্রামে গ্রামে জোর করে জমির ধান কাটা শুরু হয়েছে

স্থানীয় সংবাদদাতা : সাগরদীঘি ব্লকের বিভিন্ন গ্রাম থেকে জোর করে জমির ধান কেটে নেবার খবর পাওয়া যাচ্ছে। বালিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের চামুণ্ডা এবং বিষ্ণুডাঙ্গায় আগলদাররা জমির মালিকদের ভয় দেখিয়ে ধান লুঠ করছে। এ ধরনের এক ঘটনায় আবদুল বারি ও আতিকুর সেখ নামে দু'জন জমির মালিক আহত হয়েছেন। জমির আগলদার নিয়োগ নিয়ে বিরোধের সূত্রে সাগরদীঘি থানার ওসি প্রথমে এ কাজ বন্ধ রাখলেও আশ্বিন মাস থেকে থানার অপর এক অফিসারের হস্তক্ষেপে এলাকার দাগী আসামীদের আগলদার হিসাবে নিয়োগ করতে বাধ্য হন গ্রামবাসীরা। এরই জেরে বর্তমানে গ্রামবাসীরা আতঙ্কিত। অন্যদিকে বন্যেশ্বর অঞ্চলের তাঁতিবিড়ল গ্রামে ফটিক মাল গ্রামের (শেষ পৃষ্ঠায়)

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে সিপিআইএম-এর সমাবেশ

রঘুনাথগঞ্জ : গত ১৭ নভেম্বর স্থানীয় ফুলতলায় সিপিএমের জঙ্গীপুর জোনাল কমিটির ডাকে বিজেপি সরকারের আমলে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে সিপিএমের জেলা সম্পাদক মধু বাগ, দলের রাজ্য কমিটির সদস্য ও নেতা মুজাফ্ফর হোসেন, জঙ্গীপুর জোনাল কমিটির সম্পাদক মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। প্রত্যেক বক্তাই বিজেপি সরকারের ভ্রান্ত নীতি নির্ধারণের ফলে সমগ্র দেশে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির যে মূল্য বৃদ্ধি ঘটেছে তার তীব্র সমালোচনা করেন। তাঁদের মতে বিজেপি বিদেশে প্রচুর পেঁয়াজ রপ্তানি করে পেঁয়াজের মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়েছে। ক্ষমতায় আসার আগে বিজেপি সরকার মানুষের কাছে যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তা পালনে সম্পূর্ণ ব্যর্থ বলে বক্তারা ক্ষোভ প্রকাশ করেন। সমাবেশে বক্তারা বিজেপির সঙ্গে (শেষ পৃষ্ঠায়)

কর্মীদের গাফিলতি ও মদতে বিদ্যুৎ চুরি বেড়ে চলেছে

সাগরদীঘি : স্থানীয় বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীদের গাফিলতিতে নতুন লাইনের জন্য টাকা বা বণ্ড জমা দেওয়া সত্ত্বেও সঠিক সময়ে মিটার বসে না বা বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হয় না। এ ছাড়া লাইন দেওয়ার পর মিটার রিডিং ছাড়াই অফিস থেকে গড়পরতা বিল আসে। এর ফলে মিটারে ইউনিট হচ্ছে এক রকম আর বিল আসছে এক রকম। মিটার কার্ডও নাই। কিছু কর্মীর বিরুদ্ধে অভিযোগ, তাঁদের মদতে হুক লাগিয়ে বিদ্যুৎ চুরি নিয়মে দাঁড়িয়ে গেছে। এতে ভিডিও হল থেকে সাধারণ মানুষ, গ্রামের মাতব্বর বা রাজনৈতিক কর্মী সকলেই আছেন। বালিয়া গ্রামে সাব সেন্টার থাকলেও সেখানে কোন কর্মীর দেখা মেলে না। (শেষ পৃষ্ঠায়)

ফরাক্কা ফীডার ক্যানেল ইন্সপেকশন রোডের অবস্থা বেহাল

ফরাক্কা : ফরাক্কা ফীডার ক্যানেল সংলগ্ন ইন্সপেকশন রোডটির অবস্থা খুবই খারাপ। মাঝে মধ্যে ধস নেমে রাস্তাটি খুবই বিপদজ্জনক অবস্থায় পড়ে আছে। বিশেষ করে এনটিপিসি ফিল্ড হোষ্টেল থেকে টিটিবি পর্যন্ত রাস্তাটির অবস্থা খুবই শোচনীয়। অথচ এই রাস্তা দিয়েই এনটিপিসি হাসপাতালের এ্যাম্বুলেন্স গাড়ী এবং ডিপিএস স্কুল, নবারুণ পয়েন্ট স্কুল ও এনটিপিসি বাংলা ও হিন্দী মিডিয়াম স্কুলের ছাত্রছাত্রী বোঝাই বাস চলাচল করে। গাড়ীগুলি যে কোন সময় ফীডার ক্যানেলে পড়ে গিয়ে বিরাট দুর্ঘটনা ঘটাতে পারে বলে স্থানীয় মানুষদের আশংকা। অথচ রাস্তাটি সারানোর ব্যাপারে ফরাক্কা (শেষ পৃষ্ঠায়)

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পারাবার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার ।।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১লা অগ্রহায়ণ বুধবার, ১৪০৫ সাল।

॥ জলাভাস ॥

দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান হইতে চলিয়াছে। অবশ্য এই প্রতীক্ষার অবসান সুখকর নয়। কারণ রঘুনাথগঞ্জে জঙ্গিপুর পুরসভার যে ওয়ার্ডগুলি রহিয়াছে, সেখানে গঙ্গার পরিস্রুত জল পাওয়া উপস্থিত সম্ভব নয় যেহেতু বিশাল ব্যয়ে পৃথক ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট বসানর ব্যাপারে রাজ্য সরকারের পরামর্শ ক্রমে জঙ্গিপুর পুরসভাকে পিছাইতে হইয়াছে বলিয়া খবরে প্রকাশ। তবে জল সরবরাহের অন্য ব্যবস্থা করা হইবে বলিয়া জানা গেল। এই শহরে তিনটি কেন্দ্র স্থির করা হইয়াছে। সেখানে তিনটি গভীর নলকূপ বসান হইবে। নলকূপ হইতে জল পূর্বনির্মিত হাসপাতাল মোড়ের ট্যাঙ্কে তোলা হইবে এবং তাহা ব্লিচিং দিয়া শোধন করিয়া শহরে সরবরাহ করা হইবে বলিয়া জানিতে পারা গেল। যেখানে যেখানে পাইপ লাইন বসান হইয়াছে, সেইখানেই উক্ত জল সরবরাহ করা হইবে। প্রথমতঃ হাসপাতাল মোড়স্থ পাণ্ডের বাগান হইতে আরম্ভ করিয়া ফুলতলা, বাজারপাড়া, থানারোড, পণ্ডিত প্রেস মোড় হইয়া গার্লস স্কুল মোড় হইতে পণ্ডিত বাগানের সামনে দিয়া ম্যাকেঞ্জী রোড পর্যন্ত জল দেওয়া হইবে। ফাঁসিতলা হইতে বালিঘাটা এবং প্রতাপপুর কলোনীর ন্যায় নূতন এলাকাগুলি উপস্থিত মত সরবরাহকৃত জল পাইবে না। এই সব এলাকার মানুষকে ভাগীরথীর উপর সেতু তৈয়ারী হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে বলিয়া পুরসভাসূত্রের খবর। পুরপতি জানাইয়াছেন যে, রঘুনাথগঞ্জ শহরের যে অঞ্চলে এখন জল দেওয়া হইবে, সেই সব স্থান ও জঙ্গিপুরের সমগ্র পুর এলাকার বাড়ী বাড়ী জলের সংযোগ দেওয়া হইবে। ভাগীরথী নদীর উপর সেতু নির্মিত হইলে পাইপ লাইন দ্বারা জঙ্গিপুর হইতে জল আনিয়া রঘুনাথগঞ্জের সর্বত্র জল দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইবে।

বুঝা যাইতেছে যে, রঘুনাথগঞ্জ শহরের সর্বত্র পরিস্রুত জল সরবরাহ ভাগীরথীর উপর সেতু নির্মিত না হওয়া পর্যন্ত হইবে না। তবে কিছুটা অংশে গভীর নলকূপ বসাইয়া জল দেওয়া হইবে। পরিপূর্ণভাবে জলদানের ব্যবস্থার জন্য আরও বেশ কয়েক বৎসর অপেক্ষা করিতে হইবে। আগে রঘুনাথগঞ্জে যে পাইপ বসান হইয়াছিল, তাহার হাল-হকিকৎ দেখার প্রয়োজন ইতিমধ্যেই জঙ্গিপুরের পাইপ লাইন খারাপ হইতে শুরু হইয়াছে বলিয়া শুনা যাইতেছে। জলদান যেন অচল না হয়, তাহা সকলেরই কাম্য।

বিদ্যাসাগর—নজরুল স্মরণ অনুষ্ঠান

রঘুনাথগঞ্জ ঃ গত ১১ নভেম্বর গোপালনগর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যালয় পরিদর্শক সমিতির জঙ্গিপুর মহকুমা কমিটির উদ্যোগে মহকুমা ভিত্তিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের এক সুনির্দিষ্ট প্রতিযোগিতামূলক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান হয়ে গেল। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি এবং বক্তা ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ধূর্জটি বন্দ্যোপাধ্যায়। এছাড়া সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক হরিলাল দাস। সভা পরিচালনা করেন পঃ বঃ বিদ্যালয় পরিদর্শক সমিতির জঙ্গিপুর শাখার সভাপতি প্রশান্ত রায়চৌধুরী।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

রঘুনাথগঞ্জ মহাশ্মশান ঘাট প্রসঙ্গে

পুণ্যসলিলা ভাগীরথী তীরে শ্মশান-ঘাট ৺শ্মশানকালী মন্দিরসহ শিবমন্দির নাটমন্দির। ব্রহ্মচারী সাধুবাবাদের সেবা-মন্দির, হোমযজ্ঞ কুণ্ডসহ মনোরম শান্তিস্থল। সাংসারিক জীবন নির্বাহের জ্বালা, মানসিক নানা বিধ জটিল চিন্তা মুক্ত হতে বহু ভদ্রলোক শ্মশানে ঘুরতে যান শান্তি পাবার আশায়। জীবনের অতীত দিনের ইতিহাস ও ভবিষ্যতের কর্মধারার চিন্তাধারাও মনের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করে—পরবর্তী জীবনের দিনগুলো কাটাবার সদিচ্ছা জেগে ওঠে। এই সুন্দর শান্তিস্থলে মনুষ্য মৃতদেহ বা শব পঞ্চভূতে বিলীন নিমিত্ত—বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, সাঁওতাল পরগণা প্রভৃতি দূর দেশের শবযাত্রীরা আসেন শবদাহ করতে। শবযাত্রীদের বিশ্রামাগার, পানীয় জল ও বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থাও আছে। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় খুব কম শ্মশানঘাটের ডাক ও ইজারা বন্দোবস্ত পৌরসভার যথেষ্ট আয় হয়। সে কারণ জনস্বার্থে ও শব-যাত্রীদের সুবিধার্থে পৌরসভার পৌরপিতা ও সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি ও অনুরোধ রাখছি অবিলম্বে নিম্নবর্ণিত বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া। ১) শ্মশানের ল্যাম্প-পোষ্টে মারকারী বাল্‌ব, নিয়ন ল্যাম্প বা শক্তিসম্পন্ন উজ্জ্বল আলোর ব্যবস্থা করা। ২) পথচারী, ভ্যান, রিক্সা, ট্রাক ও শব-যাত্রীদের চলাচলের জন্য অন্ধকার রাস্তায় শ্মশানের স্বর্গদ্বার তোরণ থেকে গাড়ীঘাট রোড সংযোগস্থল পর্য্যন্ত বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা ৩) আধুনিক পদ্ধতিতে বৈদ্যুতিক চুল্লীর মাধ্যমে শবদাহ ব্যবস্থা প্রবর্তন করা।

বিশ্বেশ্বর চক্রবর্তী, রঘুনাথগঞ্জ

প্রসঙ্গ ঃ মহকুমার বিড়ি শ্রমিকদের হালহকিকৎ

[শিল্পহীন জেলা মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুর মহকুমার একমাত্র ভরসা বিড়ি শিল্প। কিন্তু বহু মানুষের রুটি রুজির যোগানদার এ শিল্পে রয়েছে কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ অসংগতি। শিল্পের স্বার্থেই এগুলির সংশোধন এবং পরিবর্তন প্রয়োজন। বিড়ি শিল্পের শ্রমিকদের হাল-হকিকৎ বর্ণনের শেষ পর্বে সেই নিয়ে কিছু কথা।]

॥ সকলের আন্তরিক সদিচ্ছাই বিড়ি শিল্পের শ্রীবৃদ্ধির চাবিকাঠি ॥

বিড়ি শিল্পের সঙ্গে যুক্ত মহকুমার সর্ব-স্তরের শ্রমিক ও কর্মচারী প্রত্যেকেই ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত। মীমাংসা হয়নি অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নেরও, তবুও মহকুমার বৃহত্তর স্বার্থেই রাতারাতি নয় ধীরে ধীরে ধারাবাহিক উদ্যোগের মধ্য দিয়ে এই সব সমস্যার সমাধান করা যায়। প্রথমেই সংশোধন প্রয়োজন বিড়ি ও সিগারেট কর্মী (কাজের শর্তাবলী) ১৯৬৬ আইনের। এ আইন যখন তৈরী হয় তখন ভারতের বিড়ি উৎপাদনের কেন্দ্রগুলি ছিল তামিলনাড়ু ও দক্ষিণ ভারতে। সেখানে মুন্সীর শেডে এসে বিড়ি বাইণ্ডাররা বিড়ি বেঁধে যায়। রয়েছে শিফটের ব্যবস্থা। কিন্তু মূলতঃ গত দুই দশকে পশ্চিমবঙ্গ বিশেষ করে এই মহকুমায় বিড়ি উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। পতাকা বিড়ি বর্তমানে উৎপাদনে ভারতে তৃতীয় স্থানে রয়েছে। এখানে বিড়ি বাঁধা হয় গ্রামের ঘরে ঘরে। বাড়ীর মেয়েরা, বাচ্চারাও সময় পেলেই এ কাজে হাত লাগায়। এদেরই উন্নয়নের এবং স্বার্থরক্ষার প্রয়োজনে বিড়ি শ্রমিক আইনের সংশোধন করা দরকার। এছাড়াও আইনকে বাস্তবে কার্যকরী করতে রাজ্য সরকারের শ্রম দপ্তর ১৯৬৮ তে যে অধিনিয়ম চালু করেছিলেন তার কিছু কিছু অংশ অবাস্তব এবং পরস্পর-বিরোধী এরও সংশোধন করে লগবুক, পরিচিতিপত্র সংক্রান্ত নানা সমস্যা সমাধান করা যায়। গত বছর রাজ্য বিধানসভার এক প্রতিনিধিদল এই বিষয়ে মতামত সংগ্রহের জন্য বিড়ি শিল্পের সঙ্গে যুক্ত সকল পক্ষের সঙ্গেই আলোচনা করেছিলেন। কিন্তু এখনও রাজ্য সরকারের শ্রমদপ্তর এ নিয়ে নীরব। বিড়ি শিল্পের বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ অসংগতি দূর করতে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষেরই আন্তরিক সদিচ্ছার প্রয়োজন। মহকুমা শ্রম আধিকারিক দেবাশিস দাশগুপ্ত বলেন —সকলের সদিচ্ছা থাকলে এই সব সমস্যার সমাধান করা যায়। (৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ডবলু-বি-সাটার জেলা সম্মেলন

সংবাদদাতা : কান্দী হ্যালিফক্স হলে ৮ নভেম্বর ওয়েষ্ট বেঙ্গল সাবরডিনেট এগ্রিকালচারাল টেকনলজিষ্ট এ্যাসোসিয়েশনের ১০ম মুর্শিদাবাদ জেলা সম্মেলন উদ্দীপনার সঙ্গে উদ্‌যাপিত হয়। সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষে উপস্থিত ছিলেন বিজন হালদার এবং দেবব্রত রায়। রাজ্য কো-অরডিনেসন কমিটির কর্মচারী স্বার্থ-বিরোধী কার্যকলাপের নিন্দা করে বিজন হালদার রাষ্ট্রীয় মঞ্চ থেকে গণসংগঠনের মাধ্যমে ট্রেড ইউনিয়ন বিরোধী কার্যকলাপ চালানো হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন। সম্মেলনে পরবর্তী দুই বৎসরের জন্য প্রাণনাথ দাস বিশ্বাসকে সম্পাদক করে পনের সদস্যের মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটি গঠন করা হয়। জেলার বিভিন্ন ব্লক থেকে নব্বই শতাংশ কেপিএস এবং এ এফ এস সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করেন।

বিড়ি শ্রমিকদের হালহকিকৎ (২য় পৃষ্ঠার পর)

এ কথা সকলকেই উপলব্ধি করতে হবে যে বিড়ি শিল্পের কোনো সমস্যা আসলে তা কেবলমাত্র বিড়ি বাইণ্ডারদের নয় তা মুন্সী, মালিক পক্ষ এবং যাঁরা বিড়ি শিল্পের শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত তাঁদেরও। তাই একে অন্যের ঘাড়ে দায় চাপিয়ে নয়, পারস্পরিক মত বিনিময়ের মধ্য দিয়ে পথের সন্ধান করেই আগামী দিনে মহকুমার বিড়ি শিল্পকে সমৃদ্ধতর করা যেতে পারে। কিন্তু যেখানে মালিক কিংবা মুন্সীরা শিল্পের সংগঠিত অসংগঠিত চেহারার সুযোগ নিতে অভ্যস্ত, শ্রমিক নেতাদের মধ্যে দায়ভার অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দেবার প্রবণতাই অধিক, সেখানে এই আন্তরিক সদিচ্ছার মধ্য দিয়ে সমস্যা সমাধানের প্রত্যাশা করাটা বাতুলতা মাত্র। তবে এ কথা উপলব্ধি করতে হবে যে একজনকে একদিন ঠকিয়ে কেউ সাময়িক সুবিধা পেতে পারে, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদী সুবিধা পেতে গেলে সকলে মিলে সহযোগিতার বাতাবরণ তৈরী করে সমস্যার সমাধান করতে হবে। এতেই বিড়ি শিল্পের শ্রীবৃদ্ধি তথা মহকুমার সমৃদ্ধি ঘটবে। (শেষ)

৯০-এর দশক

পশ্চিমবঙ্গে শিল্পের পুনর্জন্মের দশক

পশ্চিমবঙ্গই ছিল ভারতের প্রথম আধুনিক শিল্পোন্নত রাজ্য। বহুদিন পর আজ আবার সারা দুনিয়া শিল্প বিনিয়োগের প্রধান কেন্দ্র হিসাবে এই রাজ্যের দিকে নজর দিচ্ছে। তারই ফলে একটি শক্তিশালী কারিগরি মনস্ক, সম্পদশালী, ব্যবসা অনুকূল রাজ্য হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের পুনর্জন্ম ঘটছে। শুধু তাই-ই নয়, এই অনুকূল বাতাবরণের প্রেক্ষাপটে পশ্চিমবঙ্গ ভারতের অন্যতম দ্রুত উন্নয়নশীল রাজ্য হিসাবেও উঠে আসছে।

মহান ঐতিহ্যের ধারক এই রাজ্য এগিয়ে চলেছে। উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের দিকে, এই এগিয়ে চলা পুনর্জাগরিত শিল্পায়নের পথে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আবার খেজুরতলা ঘাটে চালান (১ম পৃষ্ঠার পর)

বেমালুম পাচার হয়ে যাবে। স্থানীয় বাজারে জিনিসপত্রের অভাব সৃষ্টি হবে। দর আরও বাড়বে। এপারের সাধারণ মানুষ প্রতি-যোগিতায় পারবে না, হাহাকার বাড়বে। কোথাও মানুষ সমবেত-ভাবে প্রতিরোধের চেষ্টা করবে। প্রতিহত হবে। অন্যদিকে স্থানীয় প্রশাসন পাচারকারীদের সহ-যোগিতা করতে সাধারণ মানুষকে ডাকাতি, ছিনতাই, লুটতরাজের দায়ে গ্রেপ্তার করবে। অবস্থাও জটিল হবে। কিছু স্বার্থপর, দুষ্ট-চক্রের প্রভাবে খেজুরতলা এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার বিভিন্ন দিক দিয়ে বাংলাদেশের সাথে অবাধ বাণিজ্য কি কাম্য। সকলে নিশ্চয়ই ভাববেন।

কলেজের সাঁতার প্রতিযোগিতা

জঙ্গিপুর : স্থানীয় কলেজ ছাত্র সংসদের পরিচালনায় গত ৩ নভেম্বর ভাগীরথীতে ত্রিমোহিণী ঘাট থেকে কলেজ ঘাট পর্যন্ত ৫ কিমি সাঁতার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। মোট ১৩ জন প্রতিযোগীর মধ্যে প্রথম হ'ন অমর সিংহ, দ্বিতীয় অসিকুল ইসলাম ও তৃতীয় প্রকাশ কোটাল।

ETDC

(A unit of Govt. of West Bengal)

Stands for Quality & Reliability

SERVICES

(TESTING)

- Test & evaluation
- Calibration
- Technical Information

Quality Advisory Service -:- Computer Consultancy

TRAINING

COMPUTER Courses / ELECTRONICS

O'level - Unix - 'C' language, Colour T. V. & Others

Electronics Test & Development Centre

WEST BENGAL

4/2, B. T. Road, Calcutta-700056 (Fax 5534520, Phone : 553 3370)

ই, টি, ডি, সি'র কমপিউটারের সাহায্যপুষ্ট নকশা প্রস্তুত কেন্দ্র (ক্যাড সেন্টার) বাংলার ঐতিহ্যবাহী তাঁতশিল্পের জন্য সুলভে আধুনিক নকশা সরবরাহ করছে।

জেলা পরিবহণ কর্মচারী কংগ্রেসের ডেপুটেশন

নিজস্ব সংবাদদাতা : মুর্শিদাবাদ জেলা পরিবহণ কর্মচারী কংগ্রেসের ডাকে জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসক ও মহকুমা পুলিশ অফিসারের কাছে গত ১১ নভেম্বর ২০ দফা দাবীর ভিত্তিতে এক গণ ডেপুটেশনে প্রায় ৫০০ কংগ্রেসী অংশ নেন। আই এন টি ইউ সি নেতা কালু সেখ ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন। মহকুমা শাসকের অফিসের সামনে বক্তব্য রাখেন বিমল রায়, আদিবাসী নেতা রবি টুডু, অশোক সাহা ও কালু সেখ। ডেপুটেশনে প্রধান দাবীগুলোর মধ্যে ছিল জঙ্গিপুর হাসপাতালে অপারেশন চালু, জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধি রোধ, সিপিএমের অত্যাচার বন্ধ ইত্যাদি। মহকুমা শাসক তিন দিনের মধ্যে জঙ্গিপুর হাসপাতালে অপারেশন থিয়েটার চালুর আশ্বাস দেন। দাবী পূরণ না হলে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে যেতে তাঁরা বাধ্য হবেন বলে কালু সেখ মহকুমা শাসককে জানিয়ে আসেন।

রোডের অবস্থা বেহাল (১ম পৃষ্ঠার পর)

ব্যারেজ কর্তৃপক্ষ নির্বিকার। রাস্তাটি এনটিপিসি ব্যবহার করে বলে মাঝে মধ্যে মেরামত করত। ইদানীং তাও চোখে পড়ে না। তবে এনটিপিসি কর্তৃপক্ষ রাস্তার ধারে এক ঢাউস সাইনবোর্ডে "বড় গাড়ী যাওয়া বারণ" সতর্কবার্তা লিখে টাঙ্গিয়ে দিলেও ভাড়ী গাড়ী চলাচল বন্ধ হয়নি।

জমির ধান কাটা শুরু হয়েছে (১ম পৃষ্ঠার পর)

ফুরকান ইসলাম এবং আকলেমা বিবির জমির ধান জোর করে কেটে নিয়েছে বলে খবর। বালিয়ার বংশিয়া গ্রামে পাট্টা দেওয়া জমি থেকেও এ ধরনের জুলুম হচ্ছে বলে অভিযোগ এসেছে। মোরগ্রাম পঞ্চায়েতের খৈরাটী গ্রামের এক দিন মজুর শ্রীকান্ত মাল জমির মালিকের অনুমতি না নিয়ে ধান কেটে নেয়। এ ব্যাপারে বিএলআরওর দৃষ্টি আকর্ষণ করলে কাটা ধান বিএলআর ওর হেফাজতে রাখা হয় বলে খবর।

এস ইউ সি আই-এর অনশন—অবস্থান

রঘুনাথগঞ্জ : গত ৯ নভেম্বর থেকে স্থানীয় ফুলতলায় এসইউসিআই-এর কর্মীরা অনশন—অবস্থান আন্দোলন শুরু করেন। চলে ১২ নভেম্বর পর্যন্ত। বন্যা ও ভাঙ্গনের স্থায়ী সমাধান, পুনর্বাসনসহ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের অত্যধিক মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে এই আন্দোলন বলে দলীয় সূত্রে খবর। অবস্থানকারীদের পক্ষ থেকে মহকুমা শাসক ও রঘুনাথগঞ্জ—২ নং ব্লকের বিডিও-র নিকট দাবীসনদ সম্বলিত এক স্মারকলিপি পেশ করা হয়।

বিদ্যুৎ চুরি বেড়ে চলেছে (১ম পৃষ্ঠার পর)

ষ্টেশন সুপার থেকে সাধারণ কর্মী সকলেই এক ইউনিয়নের হওয়ায় কারো বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ কার্যকরী হয় না। যে কোন সময় গোপনে উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত হলে সত্য উদ্ঘাটন হবে।

সিপিআইএম-এর সমাবেশ (১ম পৃষ্ঠার পর)

কংগ্রেস ও তৃণমূল কংগ্রেসকেও আক্রমণ করেন। তবে সিপিএমের বক্তারা বিজেপি, কংগ্রেস এবং তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতি নির্বিচারে কটূক্তি করে গেলেও সংগঠনের একেবারে নীচুতলায় পঞ্চায়েতে বোর্ড গড়তে কোন্ পরিস্থিতিতে তাঁরা বিরোধী দলগুলির সঙ্গে সমঝোতা করেছিলেন সেটা গ্রামাঞ্চল থেকে আসা মানুষদের কাছে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন মনে করেননি।

বাড়ী বিক্রয়

পণ্ডিত প্রেসের নিকট রাস্তার উপর ৩ই শতক জায়গায় দ্বিতল বাড়ী বিক্রয় আছে। সত্বর যোগাযোগ করুন।

শ্রীরাজীব রায়

প্রযত্নে—শ্রীভুবনেশ্বর চক্রবর্তী (বালা)

ইন্দিরাপল্লী, রঘুনাথগঞ্জ।

সকলকে অভিনন্দন জানাই—

রঘুনাথগঞ্জ ব্লক নং-১

রেশম শিল্পী সমবায় সমিতি লিঃ

(হ্যাণ্ডলুম ডেভেলপমেণ্ট সেন্টার)

রেজিঃ নং—২০ ✱ তারিখ—২১-২-৮০

গ্রাম মির্জাপুর ।। পোঃ গনকর ।। জেলা মুর্শিদাবাদ

ফোন নং—৬২০২৭

ঐতিহ্যমণ্ডিত সিল্ক, গরদ, কোরিয়াল জামদানী জাকার্ড, সার্টিং থান ও কাঁথাষ্টিচ শাড়ী, প্রিণ্ট শাড়ী সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

বিশেষ সরকারী ছাড় ১০%

✪ সততাই আমাদের মূলধন ✪

জয়ন্ত বাঘিড়া সভাপতি | ধনঞ্জয় কাদিয়া ম্যানেজার | অচিন্ত্য মন্ডিয়া সম্পাদক

আর কোথাও না গিয়ে
আমাদের এখানে অফুরন্ত
সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী, কাঁথা
ষ্টিচ করার জন্য তসর থান,
কোরিয়াল, জামদানী জোড়,
পাঞ্জাবীর কাপড়, মুর্শিদাবাদ
পিওর সিল্কের প্রিণ্টেড
শাড়ীর নির্ভরযোগ্য
প্রতিষ্ঠান।
উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বাঘিড়া ননী এণ্ড সন্স

মির্জাপুর ।। গনকর

(ফোন নং : গনকর ৬২০২৯

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মর্শিদাবাদ) পিন ৭৪২২২৫ হইতে সত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত,মুদ্রিত ও প্রকাশিত।